আনিস আলমগীর

ভারতে মুসলমানদের নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনীতি

প্রবন্ধ

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে, মানে ২০১৪ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। আর ভারতীয় টিভি এনডিটিভির হিসাব অনুসারে শীর্ষ নেতাদের বক্তৃতায় সংখ্যালঘুদের প্রতি হিংসার বাণী বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০০ শতাংশ। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন সংখ্যালঘুদের প্রতি, বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি এই সহিংসতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আর বিজেপি নেতারা বলছেন, সবই বাড়াবাড়ি। জাতিসংঘ কর্মকর্তারা নাকি অফিসে বসে বানিয়ে বানিয়ে এসব রিপোর্ট তৈরি করেছে।

হিংসাত্মক বাণী প্রচারে সম্ভবত সবচেয়ে এগিয়ে আছেন ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ। তার কথাবার্তায় মনে হতে পারে পুরো ভারত আজ তার সংখ্যালঘু মুসলিম জনসংখ্যার দ্বারা হুমকির সম্মুখীন। আর এদের সঙ্গে ভারত দখল করতে সহায়তায় আছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলমানরা। তার ধারণা, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি অবৈধভাবে বসবাস করছে। আর আসাম পুরোটাই বাংলাদেশী মুসলমানে ভর্তি। এই অবৈধ জনগোষ্ঠীর কারণে আসামে ভারতীয়দের বাস করা কঠিন।

এই নেতা বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢুকে পড়ে জাতীয় নিরাপত্তা নষ্ট করছে এবং এদের ঠেকানোর জন্যই নাগরিক পঞ্জি বা এনআরসি'র মতো পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। নির্বাচনে জয়ী হলে তারা সেটা কার্যকর করবেন। শুধু তাই নয়, বিজেপি সভাপতি কলকাতার এক জনসভায় খোলাখুলি বলেছেন, আসামের মতো পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপক হারে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। অমিত শাহ বাংলাদেশিদের 'উইপোকা' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। ভিন্ন দেশের মানুষকে নিয়ে হিটলারের নাৎসিরাও এমন অপমানজনক ভাষায় কথা বলতো কিনা সন্দেহ। আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ কুমার হেকড়ে মনে করেন, 'যতদিন ইসলাম আছে, ততক্ষণ সন্ত্রাসবাদ থাকবে। যতক্ষণ না আমরা ইসলামকে নির্মূল করতে না পারছি ততক্ষণ, আমরা সন্ত্রাসবাদকে সরাতে পারব না।' উন্নত দেশে হলে এইসব লোককে পদত্যাগ করতে হত বা মাফ চাইতে হত। নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে ভারতে এসবের দরকার নেই। ওই মন্ত্রীকে কোনও জবাবদিহিতা করতে হয়নি।

সন্ত্রাসের কারণে বিশেষ কোনও ধর্মকে নির্মূল করতে হবে কেন? ইসলাম শুধু সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে? খ্রিষ্টান, ইহুদি, বুদ্ধ, হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাসী নেই? আনন্দ কুমার হেকড়ের ভাবখানা যেন ইহুদিরা সন্ত্রাসী, মুসলমানরা সন্ত্রাসী, খ্রিষ্টানরা সন্ত্রাসী, বুদ্ধ-শিখ সবাই সন্ত্রাসী— একমাত্র হিন্দুরা ধোয়া তুলসিপাতা। হিন্দু কোনও দিন সন্ত্রাসী হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও মাসখানেক আগে এমনটা বলেছেন। দুনিয়ার কোথাও হিন্দুরা সন্ত্রাসে জড়িত না। মোদিকে কেউ প্রশ্ন করেনি ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গা যারা বাধিয়েছিল সেখানে কোনও হিন্দু ছিল না? দাঙ্গায় নিহত ১০৪৪ জনের মধ্যে ৭৯০ জন মুসলিমকে মুসলিম সন্ত্রাসীরাই হত্যা করছে? ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যাকারী নাথুরাম গড়সে হিন্দু ছিল না (যার ছবি বিজেপি পূজনীয়ভাবে তার দলীয় অফিসে টাঙ্গিয়ে রেখেছে)? অবশ্য প্রখ্যাত অভিনেতা ও তামিলনাড়ুর রাজনীতিক কমল হাসান মুখ খুলে বলে দিয়েছেন। তিনি ১২ মে ২০১৯ রাতে তামিলনাড়ু রাজ্যের কারুর জেলার আরাভাকুরিচি শহরে এক নির্বাচনী প্রচারণা সভায় বলেন, স্বাধীন ভারতের প্রথম টেরোরিস্ট একজন হিন্দু ছিলেন। কমল হাসানের রাজনৈতিক দল এবার প্রথমবারের মতো ভারতের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে দেওয়া বক্তব্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের কথা উল্লেখ করেন।

অবশ্য মুসলিমবিরোধী সন্ত্রাসীদের সমাদর করতে বিজেপি এবার রাগঢাক করছে না। বিজেপি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সরাসরি একজন হিন্দু সন্ত্রাসীকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। খুন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক বৈরিতা সৃষ্টিতে অভিযুক্ত হিন্দু সন্ন্যাসী প্রজ্ঞা ঠাকুর 'স্বাস্থ্যগত কারণে' জামিনে মুক্তি পেয়ে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন ভুপাল থেকে। মসজিদে বোমা ফাটানোর মতো অভিযোগে অভিযুক্ত এই সন্ন্যাসীর মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া অন্য কোন যোগ্যতা বলে বিজেপির নির্বাচনী টিকিট পায় সেই প্রশ্ন বিজেপির অনেক সিনিয়র নেতারও। সংখ্যালঘুদের ভোট সব দেশেই সব রাজনৈতিক দল পক্ষে আনার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করে। ভারতেও তাই ছিল। কিন্তু ২০১৯ এর নির্বাচনে কোনও রকম রাখঢাক না করেই মুসলমানদের আলাদা শ্রেণি হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারে। বিজেপি মুসলমান ভোট পাবে না নিশ্চিত হয়েই ভারতের জন্য মুসলমান সম্প্রদায় একটা আতঙ্ক এবং বিজেপি ক্ষমতায় না এলে এরা হিন্দুদের জীবন বিপন্ন করবে, রাষ্ট্র বিপন্ন হবে, এরা দেশপ্রেমিক নয়— এ জাতীয় কথাবার্তা প্রকাশ্যে বলছে, হুমকি দিচ্ছে। ক্ষমতায় এলে এদের বিজেপি বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবে বলছে। এর অনেক কিছুই হয়তো কথার কথা। তাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে ৫ বছরের শাসনের ব্যর্থতা ঢাকতে এসব বলে হিন্দু ভোটারদের একরোখা করে তাদের ভোট বিজেপির পক্ষে নিশ্চিত করা।

নির্বাচনী প্রচারে মুসলমান ভোটারদের তিরস্কার করে বিজেপির মেনেকা গান্ধী বলেন যে উনি জানেন মুসলমানরা তাকে ভোট দেয় না। মুসলমানরা যখন তার কাছে কাজের জন্য যায় তার 'দিল খাট্টা হয়ে যায়'। বিজেপিদলীয় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগি আদিত্য মুসলমানদের বলছে ভাইরাস। মূলত এরা একপক্ষ মুসলমানের ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের একরোখা করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বিজেপিবিরোধীরা মুসলমানদের ভোটব্যাংক হিসেবে দেখছে। উত্তর প্রদেশে তার দল বিএসপি এবং অখিলেস যাদবের সমাজবাদী পার্টির জোটকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মায়াবতী মুসলমানদের সতর্ক করেন যাতে তাদের ভোট ভাগ না হয়ে যায়। ভোট ভাগের ভয় হচ্ছে কারণ মুসলমানরা সেখানে সমাজবাদী

দলকে যেমন পছন্দ করে কংগ্রেসকেও অনেকে ভোট দেয়।

ভারতে হিন্দুরা যেমন নানা জাত পাতে বিভক্ত হয়ে ভোট দেয়, মুসলমানরা জাত পাতে বিভক্ত না হলেও রাজ্যে রাজ্যে নির্দিষ্ট পছন্দের দলকে ভোট দেয়। কোনও একক দলের পক্ষে তারা কখনো থাকে না। বেশিরভাগই তারা ভোটের সময় চুপ থাকে। মুসলমানরা কি মুসলমানদের নির্বাচিত করে? নির্বাচিত করার জন্য ভোটাররাতো মুসলিম প্রার্থীই পাচ্ছে না। যেমন ২০১৯ সালের নির্বাচনে মুসলমান প্রার্থী পাওয়াই দুষ্কর ছিল। মুসলমানরা আগের মতো টিকিট পায়নি। অনেক দল তাদের ভয়ে টিকিট দেয়নি। তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আগের মতো জোরালোভাবে বলেনিও যে মুসলমান নিয়ে যা হচ্ছে সেটা অন্যায় হচ্ছে। ভুল হচ্ছে।

মুসলমানরা যাদের ভোটে নির্বাচিত করে তারা যেমন সবাই মুসলমান নয়, তেমনি যাদের নেতা মানে তারাও সবাই মুসলমান নয়। এক সময়ে নেহরু-আজাদ-ইন্দিরা, এই সময়ে কোথাও মুলায়েম সিং যাদব, কোথাও লালু প্রসাদ যাদব, কোথাও বামেরা, কোথাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর কোথাও গান্ধী পরিবারের সদস্যরা তাদের নেতা। মুলায়েম সিংকে তো বিরোধীরা মোল্লা মুলায়েম সিং বলে তিরস্কার করে, যেমন এখন কলকাতায় দিদির মুসলমানপ্রীতি নিয়ে নানা ট্রল হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে নানা জাতে বিভক্ত হিন্দুরা একজোট হয়ে এক জাত যদি বলে আমরা আমাদের জাতের দল-প্রার্থীকে ভোট দেবো সমস্যা নেই, সমস্যা হচ্ছে মুসলমানদের নিয়ে। তারা যদি বলে আমরা এবার অমুক দলকে ভোট দেব তাহলে সেটাকে দেখা হয় সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে। আহমেদ বুখারি নামে তথাকথিত শাহী ইমাম ২০০৪ সালের নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মুসলমানরা মোল্লাদের সম্মান করে বটে তবে তাদের কথায় ভোট দেয় না। এটাকে মুসলমানরা নাগরিক অধিকার হিসেবে নেয়। বিজেপিসহ অন্যান্য দল ভোটের স্বার্থে এমন 'ফতোয়া' জারি করতে বলে।

মুসলমানদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে মুসলমানদের জন্মহার নিয়ে কথা বলা। মুসলমান নাকি সহসা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। অথচ ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের জনগণনায় দেখা যায়, ভারতে মুসলমানদের জন্মহার ২৯.৫২% আর হিন্দুদের ১৯.৯২ শতাংশ। আবার ২০০১ থেকে ২০০১১ সালের গণনায় দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের জন্মহার আগের তুলনায় কমে হয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। ভারতে বর্তমানে জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ মুসলমান। যেহারে জন্মহার বাড়ছে সেটা কার্যকর থাকলেও ২৭২ বছর লাগবে হিন্দু-মুসলিম জসসংখ্যা সমান হতে। আবার বিষয়টা এমনও নয় যে মুসলমানরা শুধু ভারতে বাড়ছে। ২০৫০ সালে সারাবিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ দাঁড়াবে যেখানে ২০১০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ ছিল মুসলমান।

ভারতের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র, সুগঠিত গণতন্ত্র এতোদিন গর্বের বিষয় ছিল। ভারতের স্বাধীনতার সময় নেতারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন কখনও তারা আরেকটি পাকিস্তান সৃষ্টি করবেন না। জাত ধর্মের উর্ধ্বে উঠে সবাই নিজ নিজ পছন্দে বাঁচার অধিকার পাবে। এটাই হবে আজাদ ভারত। ভারত যখন ধীরে ধীরে নিজস্ব কাষ্ট্র কাঠামোর ভিত্তি মজবুতের কাজে, সংবিধান প্রণয়নের কাজে, গণতন্ত্রকে মজবুত করার কাজে ছিল; পাকিস্তান ব্যস্ত ছিল কাশ্মিরে যুদ্ধ নিয়ে, পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ নিয়ে, জেহাদি বানানো আর জঙ্গি মদদে। ভারত ছিল নিজস্ব অর্থনীতি মজবুত করার কাছে আর পাকিস্তান ছিল আমোরিকার কাছে হাত পাতার তালে।

অথচ আজ সবকিছু বদলে যাচ্ছে। পাকিস্তান এতোদিন যে কাজের জন্য বিশ্বে নিন্দিত এখন ভারত সেসবই করতে চাচ্ছে। ভারত ভাঙার জন্য জিন্নাহর পাশাপাশি নেহরুকেও দায়ী করছে। পাকিস্তান তার সংখ্যালঘুদের প্রতি যা করেছে ভারত এখন তাই করছে। কথায় কথায় তাদের পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পাঠানোর ধমকি দিচ্ছে। মুসলমানদের ঘরে ঢুকে ফ্রিজে গরুর মাংস আছে কিনা খুঁজছে, গরু খাওয়ার জন্য মানুষ হত্যা করছে, রাস্তায় গণরায় দিয়ে মানুষ মারছে।

অন্যদিকে বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশনকে শাসন শ্রেণির আজ্ঞাবহ করার চেষ্টা করছে। সর্বোপরি পাকিস্তানের মতো সেনাবাহিনী নিয়ে রাজনীতি করছে। সেনাবাহিনীর ড্রেস পরে, সেনাবাহিনীর নামে ভোট চাচ্ছে প্রার্থীরা। সেনাবাহিনীকে পাকিস্তান আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে কীভাবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বালাকোট অপারেশন পরিকল্পনা করেছেন তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী গর্ব করছেন।

ভারতের মিডিয়া, সিভিল সোসাইটির কণ্ঠ বরাবর সোচ্চার ছিল। মোদির শাসনে তা ম্রিয়মান হয়ে গেছে মুসলমানদের কণ্ঠের মতই। সিংগভাগ মিডিয়া মোদির তোষণে ব্যস্ত আছে। বিবেকবান সিভিল সোসাইটির সদস্যরা মর্নিং ওয়ার্কে গিয়ে হারিয়ে যাবেন বলে আশঙ্কা করছেন। লংকেশসহ এদের যারা আঁততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন তাদের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। হিন্দু মৌলবাদীদের মুসলমানরা যেমন ভয় করছেন, মুক্ত চিন্তার লোকজনও ভয় করছেন। তাদের জন্যও ভারত অনিরাপদ। মোদির শাসন বছরগুলোতে ইতিহাসের বই পুনরায় লেখা হয়েছে। মুসলিম বিজয়ীদের নাম মুচে ফেলছে সেখান থেকে এবং তাদের দখলদার সন্ত্রাসী হিসেবে দেখাচ্ছে। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র প্রমাণের, বানানোর এমন কোনও কাজ নেই বিজেপি করছে না। মুসলমানদের নামে থাকা শহরগুলোর নাম, রাস্তার নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। সিনেমায় মুসলমানদের প্রোট্রেট করা হচ্ছে সন্ত্রাসী হিসেবে। খলনায়ক হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

পদ্মাবতী সিনেমা নিয়ে বিতর্ক সপ্তাহজুড়ে লেগে ছিল টিভি পর্দায় সেখানে বেছে বেছে মুসলমানদের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক ছিল তাদের খলনায়ক হিসেবে চিত্রিত করা হয়। আলাউদ্দিন খিলজিকেতো পুরা দেশে খলনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। খিলজির চেহারা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি যারা রাখতো তেমন সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদের চেহারার উপর। এর সবই করা হয়েছে সুক্ষভাবে হিন্দুত্ববাদকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়ে বিভাজনকে স্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য। সে কারণেই টাইম ম্যাগাজিন মোদির টাইটেল দিয়েছে 'ইন্ডিয়া'স ডিভাইডার ইন চিফ' হিসেবে। তার দেশের ফ্রন্টলাইন তার শাসন-সময়কে বলছে 'স্যাডো অব ফ্যাসিজম'। বিজেপির পক্ষে থাকাকে, বন্দে মাতরম গাওয়াকে ধরে নেওয়া হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। বিজেপির বিরুদ্ধে বলা লোককে ধরে দেওয়া হচ্ছে দেশদ্রোহী, ভারতবিরোধী। ঘর ওয়াপসে কর্মসূচি পালন করছে, কিন্তু ধর্ম বদল করে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসলে তার জাত পদবি কি হবে— সেটা ঠিক করেনি।

পরিশেষে বলবো, অমিত শাহরা যখন নির্বাচনের আগে মুসলমানদের বঙ্গোপসাগরে ফেলার হুমকি দেন সেটাকে শুধু ভোটের রাজনীতির বক্তৃতা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। কারণ গুজরাট দিয়েই মোদি-অমিত জুটি দেখিয়েছেন নিষ্ঠুরতা এদের মজ্জার মধ্যে আছে। এরা ধর্মান্ধ রাজনীতিবিদ, ধর্মকে হাতিয়ার করে তাদের উত্থান।

ইতিহাস বলে রাষ্ট্র মহত্ব হারিয়ে ফেললে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। গ্রিক আর রোম সভ্যতা হারিয়ে গিয়েছিল রাষ্ট্রীয় মহত্ব হারিয়ে ফেলেছিলো বলে। ভারতও তার মহত্ব হারালে শুধু ভারতের নয়, এর প্রভাবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে পাশ্ববর্তী দেশগুলোতেও। সন্ত্রাসী আইএসতো ভারতকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে ঘাঁটি করার ঘোষণা দিয়েই রেখেছে। সর্বোপরি মুসলমানদেরকে তো ভারতে নির্মূল সম্ভব না বরং ভারত তার ধর্ম-বর্ণের বৈচিত্র্যের মাঝে যে সৌন্দর্য ধারণ করেছিল তা বিনষ্ট হবে মাত্র।